শিক্ষাঙ্গন

সুশিক্ষার জন্য চাই সুশিক্ষক

শিক্ষা ছাড়া কোন রাষ্ট্রেরই উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের জন্য সৎ ও যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করতে হলে যা একান্ত দরকার তা হল সৎ ও যোগ্য লোকদের পরিচালনায় পরিচালিত উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। অথচ, আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে যা দেখতে পাই তাতে মনে হচ্ছে যেন এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বড় বড় ডিগ্রীধারী স্বার্থপর; অর্থলোলুপ, অপরিণামদর্শী লোকদের খাম-খেয়ালী আর স্বেচ্ছাচারিতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং অপরাধকে সমর্থন করার জন্য অপরাধীর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই, বর্তমান সরকারের এক বছরের শাসন আমলে দুই দু'বার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেখানে একজন ক্ষুদে শিক্ষার্থীকে নামকরা একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা দান নয় কেবলমাত্র সুশিক্ষা অর্জন করার উদ্দেশ্যে কঠিন ভর্তি পরীক্ষা ও সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ভর্তি হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে হয়, সেই স্বনামধন্য বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কোন মূল্যায়ন ছাড়া শুধু নামে মাত্র সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাস পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভাগের উপর ভিত্তি করে নাম্বারিং করে খুব সহজ মূল্যায়নে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথমবারেই দেশের সচেতন নাগরিক ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ বিরোধিতা করে জনমত প্রকাশের অন্যতম গণমাধ্যম সংবাদপত্রে লেখা-লিখে করলেও তা বিবেচনায় আনা হয়নি। ফলে, এ দ্বারা দু'চারজন ভাল শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও বিভিন্ন পাস পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভাগ অনুযায়ী মূল্যায়ন করে শিক্ষক নিয়োগ করায় নকলের গুদাম ঘর বলে অভিহিত কেন্দ্র থেকে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত অনেকে মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক হয়ে গেলেন।

অপরদিকে, সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসাবাদের উপর সন্তোষজনক নাম্বার পেয়েও উন্নতমানের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পাস পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভাগের পয়েন্ট অনুযায়ী নাম্বার কম হওয়ায় অনেকেই শিক্ষক হিসাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নীতি-নির্ধারণের ফলে শিক্ষার মান বাড়ছে না; বরং দিন দিন কমছে। তার বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে। তখন নকলবাজদের নকল করায় বাধা সৃষ্টি করলে তাদের সমর্থক সন্ত্রাসীদের দ্বারা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত পর্যবেক্ষকদের অনেক সময় মারধোর পর্যন্ত খেতে হয়।

প্রায় দশ বছর পর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে জনগণ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে কিছুটা আশার আলো দেখলেও এহেন ভ্রান্ত নীতি আশাহত করেছে।

অতএব, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা করে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।

—মোঃ নূর,
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

09 MAY 1992